

মতলব উত্তরে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন পরিত্যক্ত

চাঁদপুর প্রতিনিধি

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন পাঠদানের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এসব ভবন নির্মাণের ২ যুগ পার না হতেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণার পর স্থলে খোলা আকাশের নিচে ও টিনের ছাউনি দিয়ে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। কোনো ভবনে জীবনের ঝুঁকি জেনেও সেখানেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলছে। নির্মাণের মাত্র ১৮ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করায় উপজেলা শিক্ষা কমিটি উদ্ভিগ্ন। ভবন নির্মাণের সময় তদারকির অভাব ছিল বলে মনে করেন উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ। ১৯৯৬ সালে নির্মিত হয় উপজেলার রামদাশপুর ও আনোয়ারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাকা ভবন। ২০১০ সালেই বিদ্যালয়ের দুটি ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। এছাড়া ১৯৯৬ সালে কয়েকটি ভবন নির্মাণের ১৫ বছরের

মধ্যে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলেও তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি উপজেলা শিক্ষা অফিসে সংরক্ষিত নেই। ১৯৯৬ সালে নির্মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েকটি পাকা ভবন গেল বছর পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে হয়েছে। পরিত্যক্ত ঘোষণা করা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে কয়েকটি হলো— দক্ষিণ চরমাছুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড়ুরকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর লুধুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছেংগারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তালতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তিতারকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মুক্তিপল্লী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নয়াকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইমামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইমামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছোট চরকালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সূজাতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আবুরকান্দি

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চরপাখালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্ব লালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর মান্দারতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এছাড়া আরও কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে নির্মিত প্রায় সব ভবনের একই অবস্থা। সূজাতপুর এলাকায় রহিম খান নামে একজন অভিভাবক জানান, ভবন নির্মাণের সময় প্রকৌশল-বিভাগ যথাযথভাবে তদারকি করলে এরকম হতো না। ঠিকাদাররা সাব-ঠিকাদার দিয়ে কাজ করলে ভবন পরিত্যক্ত হবেই। এ ব্যাপারে মতলব উত্তর উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) এনামুল হক জানান, সরেজমিন দেখে-শুনেই আমরা পাকা ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করে থাকি। একটি পাকা ভবন কমপক্ষে ৫০ বছর টেকসই করা উচিত।